



119134 - সহবাসের মাধ্যমে যে ব্যক্তি উমরা নষ্ট করছে তার করণীয়

---

প্রশ্ন

আমি সৌদি আরবে থাকি। আমার স্ত্রী সৌদি আরবের বাহিরে থেকে এসেছে। আমরা দুইজন জেদেদায় সাক্ষাৎ করছি; তখন আমরা উভয়ে উমরার জন্য ইহরামরত অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমরা মক্কায় যাই। সেখানে হোটেলেরে উমরা করার আগে আমাদের মধ্যে সহবাস সংঘটিত হয়েছে। তারপর আমরা তানঈমে গিয়ে ইহরাম বঁধেছি এবং নতুন করে উমরা করছি। এটার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্জ বা উমরার লক্ষ্যে ইহরাম পরহিত্তি ব্যক্তির জন্য ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার আগে সহবাস করা জায়যে নহে। কউে যদি উমরার সাঈ সমাপ্ত করার আগে সহবাস করে তাহলে তার উমরাটি নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ওপর অনবির্য় হব— এই উমরার কার্যাবলী চালিয়ে যাওয়া, পরবর্তীতে প্রথম উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান থেকে ইহরাম বঁধে কাযা উমরা পালন করা এবং আপনাদের দুইজনরে প্রত্যকেরে পক্ষ থেকে একটা করে ভড়ো বা ছাগল জবাই করা ও সটেরি গেশত মক্কার দরদিরদের মাঝে বণ্টন করা।

আর সাঈ সম্পন্ন করার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার আগে সহবাস করলে উমরা নষ্ট হব না; কনিতু ফদিয়া দয়ো আবশ্যক হব। ফদিয়ার বিষয়গুলোর মাঝে বাছাই করার সুযোগ থাকবে।

তানঈমে যাওয়া আপনার কোনে উপকারে আসবে না। কারণ আপনি ইহরামরত অবস্থায় রয়ছেন; যদিও উমরাটি নষ্ট হয়ে যাক না কনে। তাই প্রথম উমরা শষে না করা পর্যন্ত এক ইহরামরে মধ্যে অপর ইহরাম প্রবশে করানো সঠিক নয়।

সুতরাং আপনারা উমরার যে কাজগুলো করছেন সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া উমরার কাজগুলো পূরণ করা। নষ্ট করা উমরাটির কাযা উমরা পালন করা আপনাদের ওপর আবশ্যক। আপনারা দুইজন প্রথমবার যে মীকাত থেকে ইহরাম বঁধেছিলেন সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন। আর দুইজনরে প্রত্যকেরে পক্ষ থেকে একটা করে ভড়ো বা ছাগল জবাই করবেন।

শাইখ ইবনে বায রাহমিহুল্লাহ বলেন: “আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকেন তাহলে আপনার উমরা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আপনাকে এই উমরাটি পূরণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রথম ইহরাম বাঁধার স্থান থেকে ইহরাম বঁধে কাযা উমরা



পালন করতে হবে। আর আপনার উপর দম ওয়াজবি হবে। দম হল একটা ছয় মাসের ভড়া বা এক বছরে ছাগল। এটা জবাই করে মক্কার দরদিরদরে মাঝে বণ্টন করে দিতে হয়। এর পরবর্ত্তে একটা উটরে এক-সপ্তমাংশ বা একটা গরুর এক-সপ্তমাংশ দলিও যথেষ্ট হবে।’[‘ফাতাওয়া ইসলামিয়া’ থেকে সমাপ্ত]

কছু আলমে বলেন: উমরার মধ্য যিনি সহবাস করছেন তার উপর ফদিয়া দয়া আবশ্যিক। তবে ফদিয়াতে তার এখতিয়ার থাকবে: দম দেওয়া কথিবা তিনি দনি রোয়া রাখা কথিবা ছয় জন মসিকীনকে খাওয়ানো। চাই তিনি সাঈর আগে সহবাস করুন কথিবা পরে করুন।[শারহু মুন্তাহাল ইরাদাত বই (১/৫৫৬) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ইবন উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘যে উমরাত স্হবাস সংঘটিত হয়েছে সেটো নষ্ট উমরা। আপনার ওপর আবশ্যিক হলো— মক্কায় একটা ছাগল জবাই করে দরদিরদরে মাঝে বণ্টন করা অথবা ছয়জন মসিকীনকে খাওয়ানো; প্রত্যকে মসিকীনরে জন্য অর্ধ সা খাবার অথবা তিনি দনি রোয়া রাখা। অনুরূপভাবে যে উমরাটা নষ্ট হয়েছে সেটোর বদলে একটা কায়া উমরা করাও আপনার উপর ওয়াজবি হবে।’[আল-লকিউশ-শাহরী (৯/৫৪)]

মোটকথা আপনাদরে উভয়রে উপর তিনিটা কাজ করা আবশ্যিক:

- ১) আল্লাহর কাছে তাওবা করা। কারণ আপনারা নষিদিখ কাজে জড়িয়েছেন এবং আল্লাহ যে ইবাদত পূরণ করার নর্দিশে দয়িছেন সেটো নষ্ট করছেন।
- ২) নষ্ট হয়ে যাওয়া উমরার বদলে আবার উমরা করা। নষ্ট হয়ে যাওয়া উমরায় যখন থেকে ইহরাম বঁধেছিলেন, সেখন থেকে এই উমরায় ইহরাম বাঁধতে হবে।
- ৩) এখতিয়ারমূলক একটা ফদিয়া দেওয়া। আপনাদরে প্রত্যকে যাই ফদিয়া ইচ্ছা হয় সেটো করবনে। হয়তো ভড়া বা ছাগল জবাই দবিনে, নয়তো তিনিদনি রোয়া রাখবনে নতুবা মক্কার দরদিরদরে মধ্য থেকে ছয়জন মসিকীনকে খাওয়াবনে। আর যদি প্রত্যকে একটা করে ভড়া বা ছাগল জবাই দনে সেটো বশে উত্তম ও নরিাপদ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।